কথিত মুফতীর উক্তি: কিছু কথা, প্রশ্ন ও তাঁর জবাব

আমাদের দেশে তথাকথিত রাজনৈতিক দল ও বামপন্থী (নাস্তিক) দলগুলো বলে যে, ধর্ম হচ্ছে পবিত্র জিনিস আর রাজনীতি হচ্ছে নোংরা জিনিস তাই পবিত্র ধর্মকে রাজনীতির মধ্যে টেনে আনা ঠিক না। তারা আরও যা বলতে চায় তা হচ্ছে ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপার কাজেই ধর্মকে ঘর ও মসজিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা উচিত। এখানে তারা ধর্ম বলতে মূলত ইসলামকেই বুঝাতে চায়। কেননা বাংলাদেশের শতকরা ৯০% ভাগ লোক যেহেতু মুসলমান সেহেতু এখানে তাদের ভাষায় ধর্ম বলতে ইসলাম ছাড়া অন্য কিছু নয়।

ধর্ম পবিত্র জিনিস (অবশ্যই ধর্ম পবিত্র এতে কারও কোন সন্দেহ নেই), ধর্মকে নোংরা রাজনীতির মধ্যে টেনে আনা ঠিক না। **এই কথা বলে তারা আসলে কি বোঝাতে চায়?** তারা আসলে এটাই বুঝাতে চায়, রাজনীতি যেহেতু নোংরা জিনিস সেহেতু যত প্রকার নোংরামী, অপবিত্র কাজ বা অপকর্ম রয়েছে সেগুলি আমরাই করি। শুধু শুধু এর মধ্যে ধর্ম বা ইসলামকে টেনে এনে একে অপবিত্র করার দরকার কি? কাজেই পবিত্র ধর্মকে রাজনীতি থেকে দুরে রাখাই সবচেয়ে ভাল। খুব সুন্দর এবং চমৎকার কথা। আমরা সবাই নিজেদেরকে খুব খাটি মুমিন মুসলমান মনে করি। কাজেই মুসলমান হিসেবে আমাদের সংবিধান কুরআন হোক, কুরআন ও সুন্নাহ্ অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালিত হোক এটা আমরা চাই না। আমরা আসলেই যে ইসলাম চাই না সেটা আমরা আমাদের বিশ্বাস ও কর্মের মাধ্যমে বিভিন্নভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছি। মুসলমান হিসেবে সত্যিই যদি আমরা ইসলাম চাইতাম তবে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র, রাজতন্ত্র, ধর্মনিরেপক্ষতাবাদ, পুঁজিবাদ ইত্যাদির জন্য কখনোই লড়াই করতাম না। আমাদের দেশে তথাকথিত রাজনৈতিক দলগুলো মূলত কাট্টা ইসলাম বিরোধী। তারা কখনোই চায় না মুসলিম অধ্যুষিত দেশ হিসেবে এদেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হোক কিংবা রাষ্ট্রের সর্বত্র ইসলামের আইন বাস্তবায়ন হোক।

কেন এইসব দলগুলো ইসলাম চায় না? কারণ ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হলে তারা যে নোংরা রাজনীতি করে সেই নোংরামী করা আর কখনোই তাদের পক্ষে সম্ভব হবে না বলেই তারা ইসলাম চায় না। এরা গণতন্ত্রের মত একটা কুফরী পদ্ধতির মাধ্যমে রাজনীতি করে কারণ গণতন্ত্র থাকলে- লুটপাট, হত্যা, ধর্ষণ, মানুষের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করা, যিনা-ব্যাভিচার করা, পরকীয়া করা, বেপর্দাভাবে চলাফেরা করা ইত্যাদি যত জঘন্য কাজ রয়েছে সবই করা সহজ। আর ইসলাম থাকলে এসব অপকর্ম করা চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে বিধায় তারা রাজনীতি থেকে ইসলামকে দুরে রাখতে চায়। সত্যি কথা বলতে গেলে এদেশের শতকরা ৯৯% ভাগ নামধারী মুসলমানই ইসলাম চায় না। **তারা ইসলাম কি এটাই বুঝে না।** তারমধ্যে আবার আলেম, মুফতী, পীরের বেশে অনেক মিথ্যুক দাজ্জালের আবির্ভাব হয়েছে যারা কিনা ইসলামকে একেবারে বিকৃত করে ছেড়েছে। এরা ইসলামের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে সাধারণ মুসলিমদের আরও বেশি বিভ্রান্ত করছে। হাতে গোনা অল্প কিছু সত্যনিষ্ঠ আলেম যখন ইসলামের সত্য ভাষণ দিচ্ছেন তখন এসব মিথ্যুক দাজ্জালেরা তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে তাদেরকেই **ধর্ম ব্যবসায়ী বলে গালমন্দ করছে**। এসব মিথ্যুক দাজ্জালেরা পর্যন্ত বলছে কুরআন, হাদিসে রাজনীতি বলতে কিচ্ছু নেই। ধর্ম পবিত্র জিনিস এটাকে পবিত্র রাখাই শ্রেয়। **তারা সাধারণ মুসলিমদের যা বুঝাতে চায় তা হচ্ছে ইসলামে যেহেতু রাজনীতি নেই সেহেতু ইসলামী সরকার ব্যবস্থা বলতেও কিছু নেই। ইসলামী রাজনীতি না থাকার অর্থই হচ্ছে ইসলামী সরকার ব্যবস্থা না থাকা।** ওরে মিথ্যুক দাজ্জালেরা তোরা আল্লাহ্কে ভয় করে কথা বল। তোদের উপর আল্লাহ্র লানত (অভিশাপ)। তোরা যে ইবলীসকে (শয়তানকে) পর্যন্ত হার মানাবি। তোদের এই কপটতা দেখে তো ইবলীসও লজ্জা পাবে। বাংলাদেশের একটি বৃহৎ ধর্মীয় রাজনৈতিক দলের রাজনীতি করার কারণে কি তোরা ইসলামকেও বিকৃত করে ছাড়বি? তোদের এত ধৃষ্টতা হয় কি করে? জামায়াতে ইসলামী নামে যে দলটি বাংলাদেশে ইসলামী রাজনীতি করে তাদেরকে দিয়ে আমরা ইসলাম বুঝবো নাকি কুরআন ও সহীহ হাদিস দিয়ে ইসলাম বুঝবো? কোনটা দিয়ে ইসলাম বুঝবো? **ইসলাম কি কারো পৈত্রিক সম্পত্তি?** জামায়াতে ইসলামী যে কুফরী (গণতন্ত্র) পদ্ধতির মাধ্যমে রাজনীতি করে সেটা কখনোই সমর্থন যোগ্য নয়। **কিন্তু কুরআন, হাদিসে ইসলামী রাজনীতি বলতে কিছু নেই এত বড় মিথ্যা কথা বলা কিভাবে একজন মুফতীর পক্ষে সম্ভব? উনি কি ওলামা লীগের কিংবা ওলামা দলের কোন মুফতী?** এক্ষেত্রে রসূল (সাঃ) -এর সহীহ হাদিস থেকে জানা যায় তিনি বলেছিলেন, ***"নামধারী গোমরাহ মুসলিম শাসকদের দ্বারা এই দ্বীন অর্থাৎ ইসলাম ধ্বংস হবে। তেমনিভাবে ইসলাম ধ্বংসের জন্য আলেমরাও দায়ী থাকবে। কেননা, আলেমরা কুরআন ও সুন্নাহ্র মূল নীতি থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়বে।"*** (মেশকাত)। এসব তথাকথিত নিকৃষ্ট আলেমরাই আজ ইসলামকে বিকৃত করছে এবং তুচ্ছ মূল্যে ইসলামকে বিক্রি করে দিচ্ছে। তাদের কারণেই আজ বেশিরভাগ সাধারণ মুসলিমরা বিভ্রান্ত। এসব আলেম, মুফতীরা যেমনিভাবে নিজেরা জাহান্নামের খড়ি হচ্ছে তেমনিভাবে সাধারণ মুসলমানদেরকেও জাহান্নামের খড়ি বানিয়ে নিচ্ছে। ***ধর্ম অবশ্যই পবিত্র এতে কারও কোন সন্দেহ থাকা উচিত নয়। কিন্তু রাজনীতি থেকে ধর্মকে তথা ইসলামকে বাদ দেওয়া কিংবা রাষ্ট্রের কোন ধর্ম থাকবে না এটা কি সত্যিই কুরআন ও সুন্নাহ্ সমর্থন করে?*** যখন এসব আলেমদের মুখ থেকেও বের হয় ইসলামে রাজনীতি নেই অর্থাৎ ইসলামী সরকার ব্যবস্থা নেই, ধর্ম (ইসলাম) পবিত্র জিনিস একে পবিত্র রাখা মুসলমানদের দায়িত্ব ও কর্তব্য তখন তাদের নিকট প্রশ্ন করি-

১. রাসূল (সাঃ) -এর রিসালাতের দায়িত্ব কি ছিল? কেন আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে সমগ্র মানব জাতির নিকট শেষ রসূল করে পাঠালেন?
২. রাসূল (সাঃ) কেন মক্কার কাফের, মুশরিক বা পৌত্তলিকদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিতে গেলেন? ইসলামের দাওয়াত না দিয়ে তিনি তো নিজের মত নিজেই ইসলাম পালন করতে পারতেন, তাই নয় কি? এক্ষেত্রে রাসূল (সাঃ) তো

ধর্মনিরপেক্ষ থাকলেই পারতেন। শুধু শুধু কেন তিনি এবং তাঁর সাহাবীরা কাফেরদের হাতে মার খেয়ে রক্তাক্ত হয়েছিলেন? তাহলে রাসূল (সাঃ) ও তাঁর সাহাবীরা নিশ্চয়ই খুব ভুল কাজ করেছে?

৩. ইসলামে রাজনীতি না থাকলে অর্থাৎ ইসলামী সরকার ব্যবস্থা না থাকলে ইসলাম পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা বা Complete Code of Life হয় কিভাবে?
৪. কেন রাসূল (সাঃ) ও তাঁর সাহাবীরা মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করলেন?
৫. ইসলামে রাজনীতি না থাকলে রাসূল (সাঃ) যখন মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেন তখন তিনি মদীনায় কিভাবে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করলেন?
৬. কেন রাসূল (সাঃ) ও তাঁর সাহাবীরা কাফেরদের বিরুদ্ধে ২৭টি যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছিলেন?
৭. কেন রাসূল (সাঃ) দশ হাজার সাহাবী নিয়ে মক্কা বিজয় করলেন?
৮. ইসলামে রাজনীতি না থাকলে অর্থাৎ ইসলামী সরকার ব্যবস্থা না থাকলে রাসূল (সাঃ) কিসের ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালনা করলেন? এবং পরবর্তীতে তাঁর প্রধান চার খলিফা কিসের ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালনা করেছিলেন?
৯. ইসলামে রাজনীতি না থাকলে অর্থাৎ ইসলামী সরকার ব্যবস্থা না থাকলে কেন রাসূল (সাঃ) কুরআনকে সংবিধান হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন?
১০. ইসলামে রাজনীতি না থাকলে অর্থাৎ ইসলামী সরকার ব্যবস্থা না থাকলে কেন আল্লাহ্ তা'আলা এত বড় একটা কুরআন নাযিল করলেন?
১১. ইসলামে রাজনীতি না থাকলে অর্থাৎ ইসলামী সরকার ব্যবস্থা না থাকলে কেন আল্লাহ্ তাআলা কুরআনে বিভিন্ন শাস্তির আইনসহ অন্যান্য বিধি-বিধানের আলোচনা করলেন?
১২. ইসলামে রাজনীতি না থাকলে অর্থাৎ ইসলামী সরকার ব্যবস্থা না থাকলে কেন হাদিসের কিতাবগুলিতে শাস্তির আইন সহ বিভিন্ন বিধি-বিধানের আলোচনা আসল?
১৩. কেন শেষ যমানায় আল্লাহ্ তাআলা ইমাম মাহদী (আঃ) ও ঈসা (আঃ) কে পৃথিবীতে পাঠাবেন?

উপরোক্ত প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়ে সাধারণ সরলমনা মুসলমানদের বিভ্রান্তি থেকে হেফাজত করুন।

তথাকথিত ঐসব মিথ্যুক দাজ্জাল তথা আলেম, মুফতী ও পীরের বেশে যারা বলে ইসলামে রাজনীতি নেই অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহ্য় ইসলামী সরকার ব্যবস্থার কোন উল্লেখ নেই তারা যে কত বড় মিথ্যুক আর ভন্ড তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। আর এদের কথায় যারা চোখ বন্ধ করে নাচে এবং নিজেরা কোনদিন মাতৃভাষায় কুরআন ও সহীহ হাদিসের কিতাবগুলি পড়ে দেখে না তারা তো আরও বেশি মুর্খ। আসলে আল্লাহ্ তাআলা এদের অন্তর ও চোখের উপর কালো পর্দা ফেলে দিয়েছেন বলেই তারা সত্যকে অনুধাবন করতে পারেনা কিংবা কোনটা সত্য আর কোনটা মিথ্যা এটা উপলব্ধি করার মত বিবেক-বুদ্ধিও তারা হারিয়ে ফেলেছে। ইসলামে রাজনীতি না থাকলে অর্থাৎ ইসলামী সরকার ব্যবস্থা না থাকলে আল্লাহ্ তাআলার এত বড় একটা মহাগ্রন্থ নাযিল করার কোন দরকার ছিল না। শুধু কয়েক পৃষ্ঠার একটা ওজিফার পুস্তিকা পাঠালেই পারতেন যাতে উল্লেখ থাকতো শুধু পাঁচ ওয়াক্ত সালাত কিভাবে পড়তে হবে, রোযা কিভাবে রাখতে হবে, হজ্জ কিভাবে করতে হবে, যাকাত কিভাবে দিতে হবে শুধু এটুকু উল্লেখ থাকলেই যথেষ্ট হতো। ধর্ম তথা ইসলাম যেহেতু মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপার সেহেতু এর চেয়ে বেশি কিছুর কি দরকার ছিল?

আসুন, আমরা আগে নিজেরা মাতৃভাষায় কুরআন ও সহীহ হাদিসের কিতাবগুলি পড়ি এবং উপলব্ধি করার চেষ্টা করি। কোন মুফতী, আলেম ও পীরের কথায় অন্ধ হয়ে যেন না থাকি। আমরা কোন আলেম, মুফতী ও পীরকে দিয়ে ইসলাম বুঝবো না। আমরা ইসলাম বুঝবো কুরআন ও সহীহ হাদিস দিয়ে এবং কুরআন ও সহীহ হাদিস দিয়েই তাদের কথাকে যাচাই করবো। আল্লাহ্ তাআলা বলেন, ***"যে ব্যক্তি দুনিয়াতে (সত্য গ্রহণের ব্যাপারে) অন্ধ ছিল সে আখিরাতেও অন্ধ থাকবে এবং অধিক পথভ্রষ্ট হবে।"***[সূরা বনী ইসরাঈল ১৭: আয়াত-৭২]।

আল্-কুরআন থেকে আরেকটি আয়াত দিয়ে লেখাটি শেষ করছি যেন কেয়ামতের দিন আমাদের মুখ দিয়ে এমন কথা বের না হয়, ***"...: যদি আমরা তাদের কথা শুনতাম কিংবা বিবেক-বুদ্ধি খাটাতাম, তাহলে আমরা জাহান্নামের মধ্যে থাকতাম না"***[সূরা মুলক ৬৭ : আয়াত-১০]।

বিঃ দ্রঃ জনাব মুফতী আবু আহমদ সাফওয়ানের কথার জবাবঃ

১। জনাব মুফতী সাহেব মিথ্যা বলতে গিয়েও গুছিয়ে মিথ্যা বলতে পারেননি। তিনি কিছুটা হলেও মুখ ফস্কে আংশিক সত্য কথা বলে ফেলেছেন। এর জন্য তাকে ধন্যবাদ। তিনি কুরআন থেকে ১টি আয়াত ও ১টি হাদিস পেশ করে বলেছেন গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, মাওবাদ ইত্যাদি মানব রচিত মতবাদ। ধন্যবাদ মুফতী সাহেব। আমিও আপনার এই কথার সাথে একমত। কিন্তু রাজনীতি শব্দটি ইসলামী পরিভাষা নয় কিংবা কুরআন ও হাদিসে কোথাও এর উল্লেখ নেই এ কথাটি সম্পূর্ণ ভুল। এ কথার জবাব পেতে হলে উল্লেখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজলেই জানতে পারা যাবে ইসলামে রাজনীতি অর্থাৎ ইসলামী সরকার ব্যবস্থা আছে কি নাই। গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, একনায়কতন্ত্র, রাজতন্ত্র, পুঁজিবাদ, সুফীবাদ বা পীরতন্ত্র ইত্যাদি যত তন্ত্র-মন্ত্র আছে এগুলো হচ্ছে মানব রচিত মতবাদ বা জীবনব্যবস্থা। এই মতবাদগুলির প্রবক্তা না রাসূল (সাঃ) ছিলেন, না কোন সাহাবী কোন কালে ছিলেন। আর এই মতবাদগুলি কোনভাবেই ইসলামী পরিভাষা নয়। কুরআন ও

হাদিসের কোথাও এর উল্লেখ নেই। এগুলি হচ্ছে মানুষের তৈরীকৃত কুফরী মতবাদ। আর এই মতবাদগুলির প্রবক্তারা হচ্ছেন আব্রাহাম লিংকন, কার্ল মার্কস, লেলিন প্রমুখ উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গ। এরা সবাই ইহুদি ও নাসারা। আর সুফীবাদ এসেছে পার্সিয়ানদের কাছ থেকে অর্থাৎ বর্তমান ইরান থেকে। মুসলিমদের দ্বারা ইরান বিজয়ের পূর্বে পার্সিয়ানরা ছিল অগ্নির অর্থাৎ আগুনের পুজারী। ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য দলীলভিত্তিক ইসলামী বইগুলো পড়লেই সুফীবাদের প্রকৃত স্বরূপ জানা যায়।

২। **ধর্ম ব্যবসায়ী কারা?** আমাদের বাংলাদেশে পীরের কোন অভাব নেই। বড় বড় সুফী পীর ছাড়াও বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে অনেক পীর গজিয়ে উঠেছে। আর এরাই হচ্ছে প্রকৃত ধর্ম ব্যবসায়ী। পীর ব্যবসা পুঁজি ছাড়া জমজমাট ব্যবসা। পীররা মুরীদের পয়সায় কোটি কোটি টাকার মালিক। তারা মক্কার কাবা শরীফের বিকল্প অনেক দরবার শরীফ ও খানকাহ্ শরীফ গড়ে তুলেছে। আবার মুসলমানদের কেবলা হচ্ছে একমাত্র পবিত্র কাবা শরীফ কিন্তু দেখা যায় বাংলাদেশে প্রত্যেক পীরই নামের সাথে ব্যবহার করে পীর কেবলা। যত পীর বাবা তত কেবলা বাবা। **এই পীর কেবলা বাবারা প্রতি বছরই উরস পালনের নামে জঘন্য বিদআতে লিপ্ত হয়।** আর মুরীদদের আনা গরু, ছাগল, উট জবাই করে ভুড়ি ভোজের আয়োজন চলে। পীররাও ভুড়ি ভোজ করে বিশাল দেহ বানায়। যেমনঃ দেওয়ানবাগী, কুতুববাগী ইত্যাদি। এই পীররা কখনোই ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথাতো বলেই না এমনকি কোন আন্দোলন, সংগ্রাম পর্যন্ত করে না। কারণ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হলে তো পীরদের পীরগিরি বা পীর ব্যবসা আর থাকবে না। **এসব তথাকথিত ভন্ড পীররা রাষ্ট্রের গোমরা শাসক ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের পৃষ্ঠপোষকতাও পেয়ে থাকে।** আরও আছে অনেক বিদআতী আলেম ও মুফতী যারা মিলাদ পড়ায়, মানুষ মরলে কুরআন খতম দেয়, চল্লিশার খানা খায়। এসব বিদআতী আলেমদের অবস্থা দেখলে মনে হয় আল্লাহ্ তাআলা কুরআন নাযিল করেছেন মিলাদ পড়ায় বেশি বেশি তবারকের পোটলা নেয়া, কোন মুসলমান মরলে কুরআন খতম দেয়া, চল্লিশার খানা খাওয়া আর তাবিজ বানায় গলায় কিংবা হাতের মধ্যে ঝুলায় রাখার জন্য। এই ধরনের আলেমরা কুরআনে বর্ণিত জিহাদের আয়াতগুলির অপব্যাখ্যা দাড় করায়। এবং নিজেদের স্বার্থে অর্থাৎ দুনিয়ার স্বার্থে কুরআন ও হাদিসের বিকৃত বা ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে সাধারণ মুসুল্লিদের ধোকা দিয়ে বোকা বানায়। এরা রাষ্ট্রের গোমরাহ শাসক ও ধনী শ্রেণীর স্বার্থে কুরআন ও হাদিসের মনগড়া ব্যাখ্যা প্রদান করে। এরা মূলত **দরবারী আলেম** নামেও পরিচিত।

বর্তমান শেষ জমানায় সত্যনিষ্ঠ আলেমদের সংখ্যা খুবই নগন্য। তারা যখন সত্য কথা বলেন তখন বেশিরভাগ বিদআতী আলেমদের কারণে সত্যনিষ্ঠ আলেমদের কথাগুলি বেশিরভাগ মুসলমানের মধ্যে আর পৌছাতে পারে না। তখন বেশিরভাগ সাধারণ মুসলমানদের মুখ দিয়েই বের হয় এত আলেম, এত পীর তারা কি সবাই ভুল বলে? **সত্যনিষ্ঠ আলেমগণ যখন আল্লাহ্র জমীনে আল্লাহ্র দ্বীন প্রতিষ্ঠার কথা বলেন, জিহাদের কথা বলেন, আন্দোলন-সংগ্রাম করার জন্য মুসলিমদের উৎসাহিত করেন তখনই শুরু হয় তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ।** সত্যনিষ্ঠ আলেমরাই তখন হন ধর্মব্যবসায়ী, জঙ্গী, তালেবান, মৌলবাদী ইত্যাদি।

হে আল্লাহ্, তোমার সত্য দ্বীনকে যারা মানুষের কাছে পৌছানোর চেষ্টা করছে আজ তাদেরকে নানা মিথ্যা অপবাদে অপমানিত করা হচ্ছে। তুমি (আল্লাহ্) স্বাক্ষী থেকো, তাদের এই মিথ্যা অপবাদের ব্যাপারে, যা তোমার পথে নিবেদিত বান্দাদের উপর আরোপ করা হচ্ছে।

হে আল্লাহ্, তুমি আমাদের তোমার সত্য দ্বীন ইসলামকে বুঝার ও মানার তৌফিক দান কর। আমীন।।